কলহান্তরিতা

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

শ্যাম সরকার আমাকে ডেকে বল্লে—শোনো বাবা, একটু বোসো।

হাট-বাজার করে ফিরছিলাম, বেলা হয়েচে, বেশি বসবার সময়ও নেই।

শ্যাম সরকার বুড়ো হয়েচে, বড্ড বকে। আমার এখন ওর বকুনি শুনবার সময় নেই। তবুও বল্লাম—কাকা ভালো আছেন?

শ্যাম সরকার ওর দোতলা বাড়ির সামনে বসে মালা জপ করছে। আমি ওকে মালা জপ করতে দেখচি এইভাবে বসে আজ ত্রিশ বছর। লোকটা ঝানু বিষয়ী, টাকা ধার দিয়ে তার সুদ থেকে চালায়। আবার গীতার ব্যাখ্যাও করতে শুনেচি ওকে। এদিকে মামলা মোকদ্দমা করতে ছাড়ে না, তাও দেখতে পাই।

শ্যাম সরকার বল্লে—এসো বাবা, বোসো। চোখেও আজকাল খুব ভালো দেখিনে—একটা কথা শোনো, আমার একটা উপায় করে দাও বাবা—

—কি উপায় কাকা? কিসের উপায়?

—আমার ছেলে বিষ্ণু বড় বদ হয়ে উঠেছে। দিনরাত কেবল আমার সঙ্গে ঝগড়া। আমায় বলে, বিষয় সম্পত্তির ভাগ দ্যাও। বসে বসে খাবে কেবল। কোনো কাজ করবে না। ওবেলা তো আমায় মারতে এসেছিল। এর একটা—

—কাকিমা কিছু বলেন না?

—তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? সে-ও ছেলের দিকে। দু'জনে মিলে আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। এর একটা বিহিত করো বাবা—

—আমি এর কি বিহিত করবো বলুন? বিষ্টু আমার কথা কি শুনবে? মিছে মিছে অপমান হওয়া।

—অপমান করলেই হোল অমনি? তোমরা হোলে সোনার চাঁদ ছেলে—তোমরা এর একটা প্রিতিকার করতে পারবে না?

—মাপ করবেন কাকা, আপনাদের গৃহবিবাদের মধ্যে আমাদের থাকবার দরকারই বা কি? ও আমার দ্বারা হবে না।

এ দিনটি কোনো রকমে নিস্তার পেয়ে এলাম বটে কিন্তু পরদিন আবার শ্যামকাকা আমায় ধরেচে রাস্তায়। বিকেলে তাস-খেলার আড্ডায় বেরুচ্চি, শ্যামকাকা—বল্লে—শোনো বাবা

—এখন একটু ব্যস্ত আছি কাকা। শুনবো এখন অন্য সময়—

—ওই বাবাজি তোমাদের দোষ। একটুখানি দাঁড়াও না? এই দ্যাখো তোমার খুড়িমা আমায় আজ কি করে মেরেচে—

—মেরেচেন ? খুড়িমা?

—মিথ্যে কথা বলচি বাবা? হয় না হয় তুমি ললিতকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো। আমায় রক্ষে কর বাবা। আমায় আজ খেতে দেয়নি, দুটো ভাতও দেয়নি। আমায় বাঁচাও—

—কথা শেষ করে শ্যামকাকা আমার হাত দুটো খপ করে ধরে ফেল্লে।

অগত্যা শ্যাম সরকারের বাড়ির মধ্যে আমায় ঢুকতে হল।

ঢুকে বল্লাম—ও খুড়িমা।

শ্যামকাকার বাড়ির মধ্যে অনেকগুলো ঘর। ওদিকে শান-বাঁধানো বড় রোয়াক, টিউবওয়েল, পাক রান্নাঘর, গোয়াল—বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহস্থালির সুস্পষ্ট চিহ্ন সর্বত্র। কিন্তু ওদের সংসারে যে শান্তি নেই, তা এ গ্রামে সকলেই জানে। এদের বাইরের ঠাট যেমনই হোক, ভিতরে অনেক পরিমাণে অন্তঃসারশূন্য।

খুড়িমা তালের বড়া ভাজবেন বলে তোড়জোড় করছিলেন, কারণ হাতে তালের গাঢ় হলদে রস মাখা, রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে খুড়িমা রোয়াকে দাঁড়ালেন— যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, লাল চওড়াপাড় শাড়ি পরনে, পায়ে আলতা, মাথায় একপাল চুল, মুখশ্রীতে প্রৌঢ়া সুন্দরীর গম্ভীর স্থির সৌন্দর্য। আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—কে, রমেশ ? কি বাবা?

আমতা আমতা করে বল্লাম—এই খুড়িমা, বলচি কি—

কথা বেধে যেতে লাগলো। খুড়িমার ঝঙ্কার ও দাপটের খ্যাতি এ গ্রামে পরিব্যাপ্ত হয়ে জুড়ে বসেচে অনেককাল থেকে। সকলেই জানে কি রকম চিজ্ তিনি। এই সন্ধেবেলা শেষে কি গোলমাল বাধাবো? ভালো হাঙ্গামাতেই পড়েছি। বেশি পরোপকারের প্রবৃত্তি থাকলেই ঐ রকম বিপদে পড়তে হয়, এ আমি লক্ষ্য করে আসচি বরাবর থেকে।

খুড়িমা রুক্ষ নীরস কণ্ঠে বল্লেন—আমার আবার সময় নেই, তালের গোলা মাখচি দেখতেই পাচ্চ বাপু। কি বলবে বল—

খুড়িমা ঝানু মেয়েমানুষ, নিশ্চয়ই বুঝেচেন আমি কি বলবো।

শক্তি সঞ্চয় করে বল্লাম—কাকা নাকি আজ খাননি—ওঁর এ বয়সে ঠিক সময়ে খেতে না পেলে—

খুড়িমা আমার সামনে এসে হাত নেড়ে বল্লেন—ওই বুড়ো বদমায়েশ লাগিয়েচে বুঝি? তা লাগিয়ে আমার কি করবেন শুনি? গাঁয়ের লোকে কি চাল কেটে আমায় উঠিয়ে দেবে গাঁ থেকে? হ্যাঁ, খেতে দিইনি। বুড়োর বচনে পিত্তি জ্বলে যায়, সে বচন যদি শোনো বাবা, তখন তুমিও বলবে যে হ্যাঁ বচন বটে একখানা। আমার ওই ধুলো-গুঁড়োটুকু নিয়ে সংসার করচি বাবা, আমার শিবরাত্তিরের সল্‌তে টিম্‌টিম্ করে জ্বলচে, ওই আমার বিষ্টু—ওকে বুড়ো বলে কি না, পয়সা না রোজগার করিস তো বাড়ি থেকে বেরো। তুমিই বলো দেখি বাবা, বিষ্টু বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবে আর আমি বসে থেকে ওই বুড়ো ভূতকে ক্ষীর-সর-ননী খাওয়াবো? তাই বলি, ছাই খেতে দেবো তোমাকে। তাই খেতে দিইনি—সোজা কথাই তোমাকে বল্লাম, এখন তুমি আমার কি করবে করো—

আমি জিভ কেটে বল্লাম—সে কি কথা খুড়িমা, ছি ছি—আমি আপনার সন্তানের মতো—এ সব কথা আমাকে—

খুড়িমা বল্লেন—বোসো বাবা, তালের বড়া ভাজচি, খেয়ে যাও গরম গরম—

আমি বল্লাম—সে হবে এখন। কাকাকে আপাতত কিছু খেতে দিন, ওঁর খাওয়া হয়নি সারাদিন। ডেকে আনবো?

খুড়িমা মুখ ঘুরিয়ে বল্লেন—না। অত আত্যিসুয়ো তোমার করবার কোনো দরকার দেখিনে তো!

—দরকার বেশ দেখা যাচ্চে,খুড়িমা। কাকাকে ডেকে আমি, দেখুন বুড়ো মানুষ, ওরকম করবেন না। কিছু খেতে দিন ওঁকে।

—আচ্ছা, একটু পরে যেয়ো। তালের বড়া একখোলা নামাই—পোড়ার মুখে না হয় গরম গরম দু'খানা দেবেন এখন বুড়ো, যমের অরুচি—

—ছি খুড়িমা, অমন করে বলা আপনার উচিত হয়? বলবেন না ওরকম।

পিছনের দিকে দোরের কাছে কখন শ্যাম কাকা এসে হুঁকো হাতে দাঁড়িয়েছে, টের পাইনি। কাকা অমনি দোর থেকে বলে উঠলো—শুনচো তো বাবাজি, শোনো, নিজের কানে শুনে যাও তোমার খুড়িমার বচন—মধু ঢেলে দিচ্ছে একেবারে কানে। ওই মাগী যদি এ ভাবে—সংসার উচ্ছন্ন দিলে ওই বদমাইশ মাগীই তো—

এরপর উভয়ে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে গেল। আমি কিছুক্ষণ উভয়পক্ষকে নিরস্ত করার বৃথা চেষ্টার পরে সরে পড়বার জোগাড় করচি, এমন সময় খুড়িমা ডাকলেন—কোথায় যাও বাবা, দাঁড়াও, তালের বড়া খেয়ে যাও—

আর তালের বড়া! যে কাণ্ডটা দুজনে সন্ধেবেলা বাধালেন,ভাবলাম একবার বলি।

মুখে বল্লাম—আচ্ছা খুড়িমা, আমি বসচি। আপনারা দয়া করে একটু চুপ করবেন।

খুড়িমা আর কোনো কথাটি না বলে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

শ্যাম কাকা আমাকে চুপিচুপি বল্লে—তুমি একটু বলো বাবাজি, দু'খানা তালের বড়া যেন আমাকেও দেয়—বড্ড খিদে পেয়েচে। আমি ততক্ষণ হরিনামটা সেরে নিই—সন্দে হয়ে এল—

আমায় কিছু বলতে হল না। খুড়িমা দুটো কাসার জামবাটিতে তালের বড়া নিয়ে এসে বল্লেন—অমুক বুড়ো (খুড়িমার ব্যবহৃত বিশেষণটি অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট বলে এখানে উল্লেখ করা গেল না) কোথায় গেল?

—আজ্ঞে তিনি সন্ধেআহ্নিক করতে গেলেন—

—ওর মুণ্ডু আহ্নিক। ডেকে দ্যাও, খেয়ে তিনি আমার মাথা কিনুন—

আমি ডেকে আনলাম বাইরের ঘর থেকে।

খুড়িমা কিন্তু আমাকে অবাক করে দিলেন শ্যামকাকাকে ডেকে আনবার পরে। আমার অস্তিত্বই যেন তিনি ভুলে গেলেন। শ্যামকাকাকে তালের বড়া খাওয়াতেই তাঁর সারা মন যেন ঢেলে দিলেন। তবে সম্বোধনের বাণী মধুর ছিল না, মধুর তো দূরের কথা, শিষ্ট বা ভদ্রও ছিল না।

নমুনা কিছু নীচে দেওয়া গেল :—

—গেলো যমে অরুচি—গেলো। তা ভালো হয়ে বোসোও না হয়! কোন্ মড়ার ঘাটে তোমার জন্যে বাঁশ তৈরি রয়েচে যে আজ সারাদিন বাইরে বসে থাকা হয়েছিল শুনি? আমার তো বড্ড দোষ, দেশ পিরথিম তো ছেয়ে ফেললে আমার অপযশ গেয়ে, এখন তারা এসে তোমায় গিলতে দিক দেখি। বলি, মুখে বলতে সবাই আছে, দুটি বেলা পিণ্ডি সেদ্ধ করবার বেলা কোন্ যম তোমার আছে শুনি? দাঁড়াও আর দু'খানা গরম গরম এনে দিই—তাড়াতাড়ি কিসের শুনি? বলে সেই এক কড়ার মুরোদ নেই, নাম গঙ্গারাম—ইদিকে তেজটুকু আছে যোল আনার ওপর সতেরো আনা। সে-বার আশ্বিন মাসে যখন দাঁত ছরকুটে বিছানায় পড়ে জ্বরে বেহুঁশ হয়েছিলে, তখন দেখেনি এসে পাড়ার লোক? এই মাগীর তো যত দোষ, এই মাগী না থাকলে যে কোন্ কালে শ্মশানঘাট আলো করতে! শেয়াল-শকুনে হাড়-মাংস ছেঁড়াছেঁড়ি করত! পেট ভরেচে, না গুড় দিয়ে দু'খানা খাবে? ভালো হয়েচে? তবু তো নারকোল পড়েনি। বাড়ির লোক নারকোল এনে দেবে তবে তো হবে, তা না সকাল থেকে শোনো শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া—যম ভুলে রয়েচে কেন? যমে তোমায় নেয় না? পান ছেঁচে আনবো? ঠাণ্ডা হাওয়া হচ্চে—পুবে স্যাঁওটা দেখা দিয়েচে—এন্ডিখানা নিয়ে আসি, গায়ে দিয়ে গিয়ে বোসো—নইলে সর্দ্দি-কাশির থুতু-গয়েরে ঘর ভরিয়ে ফেললে সে তোমার যমকে ডেকে এনে পরিষ্কার করিয়ো বলে দিচ্চি স্পষ্ট কথা—এই ন্যাও গামছা—

খুড়িমার স্বামী-শুশ্রুষার আতিশয্যে আমি কোথায় তলিয়ে গেলাম, একবার মাত্র আমার বাটিতে তালের বড়া দিয়ে আর আমার দিকে তিনি ফিরেও চাইলেন না।